৪৬তম বিসিএস প্রিলি ফুল কোর্স

ভূগোল

লেকচার: ০১

টপিক: বাংলাদেশ ও অঞ্চলভিত্তিক ভৌগোলিক অবস্থান, সীমানা, পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

সিলেবাস

ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

(GEOGRAPHY, ENVIRONMENT AND DIGESTER MANAGEMENT)

পূর্ণমান : ১০

- বাংলাদেশ ও অঞ্চলভিত্তিক ভৌগোলিক অবস্থান, সীমানা, পারিবেশিক, আর্থ-সামাজিক ও ভূ- রাজনৈতিক গুরুত্ব ২
- অঞ্চলভিত্তিক ভৌত পরিবেশ (ভূ-প্রাকৃতিক), সম্পদের বণ্টন ও গুরুত্ব। ২
- বাংলাদেশের পরিবেশ : প্রকৃতি ও সম্পদ, প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ। ২
- বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক পরিবেশ পরিবর্তন: আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামকসমূহের সেক্টরভিত্তিক (যেমন অভিবাসন, কৃষি, শিল্প, মৎস্য ইত্যাদি) স্থানীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রভাব। ২
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ব্যবস্থাপনা: দুর্যোগের ধরন, প্রকৃতি ও ব্যবস্থাপনা। ২

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ (ভূগোল)

বিষয়	৪৫	৪৪	৪৩	৪১	৪০	৩৯	৩৮	৩৭	৩৬	৩৫
মহাবিশ্ব										১
পৃথিবী				১						
মানচিত্র				১	২					
পৃথিবীর ভূমিরূপ		১		২	১		১		১	২
মহাদেশসমূহের পরিচিতি	১						১			
অঞ্চলভিত্তিক ভূসম্পদের বণ্টন				১						
পৃথিবীর জলসম্পদ		১								
আবহাওয়া ও জলবায়ু	১	১					১	১	১	
বায়ুমণ্ডল ও বারিমণ্ডল	১			১						
পরিবেশ দূষণ								১		১
বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন										

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ (ভূগোল)

বিষয়	৪৫	৪৪	৪৩	৪১	৪০	৩৯	৩৮	৩৭	৩৬	৩৫
জলবায়ু সুরক্ষার আন্তর্জাতিক উদ্যোগ	১	১		১	১		১			
দুর্যোগ	১		১		১		১			২
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১	১					১	২		২
তত্ত্ব ও ইতিহাস										
ভূরাজনৈতিক বিরোধের আঙ্গিক										
বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি			২						২	১
বাংলাদেশের ভূমিরূপ			১				২			৩
বাংলাদেশের ভূসম্পদ	১	২	২		৩				১	
বাংলাদেশের জলাভূমি	২	১	১	২			১	২		
বাংলাদেশের জলবায়ু							১	১	২	
বাংলাদেশের দুর্যোগ	১	২	৩	১	২			৩	১	

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি

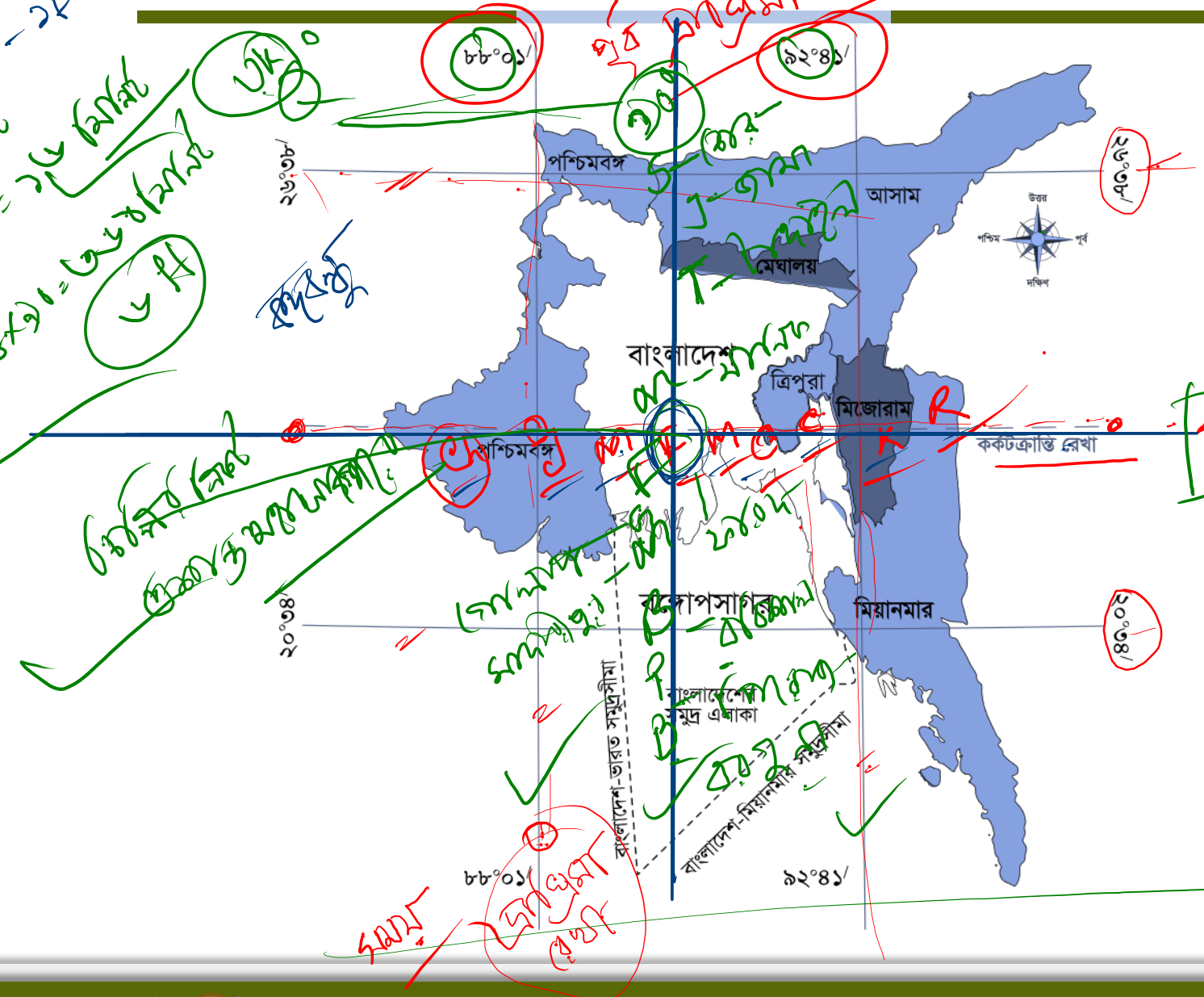

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি

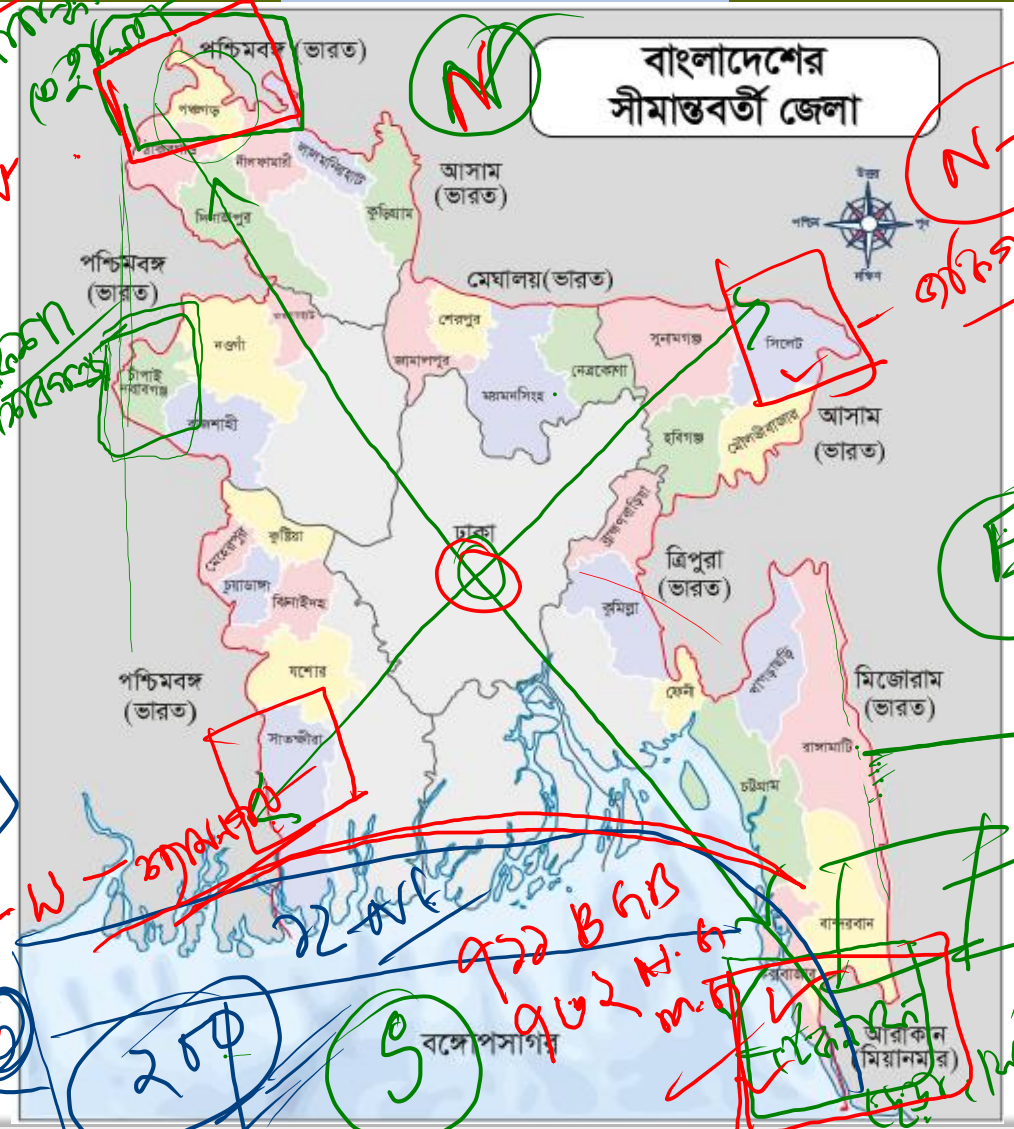

বাংলাদেশের সীমানা

❑ ভারতের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের জেলা ৩০টি।

বিভাগ	জেলা	
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, ফেনি, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬টি
রাজশাহী	রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, নওগাঁ	৪টি
রংপুর	কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, পঞ্চগড়, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর	৬টি
খুলনা	সাতক্ষীরা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা	৬টি
সিলেট	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার	৪টি
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোণা, শেরপুর	৪টি

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি

❖ বাংলাদেশের অবস্থান

ক্ষেত্রফল: বাংলাদেশের ক্ষেত্রফল ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার অথবা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল (জাতীয় তথ্য বাতায়ন অনুসারে)। এছাড়াও **বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে ৬৪.৯ বর্গ কিলোমিটার এবং সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার জায়গা লাভ করে। ক্ষেত্রফল অনুযায়ী বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৯৪তম।**

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি

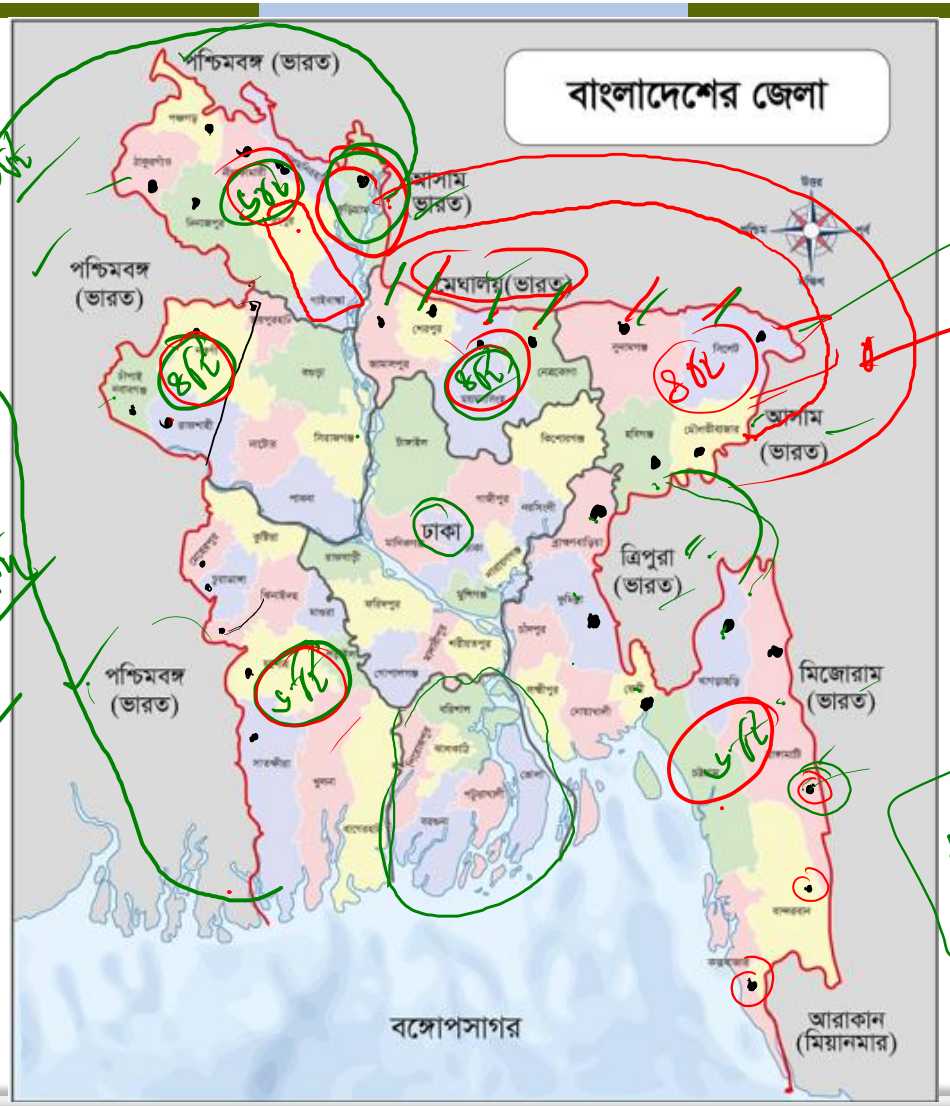

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি

বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-

বিষয়	তথ্য
অক্ষরেখা	২০°৩৪′ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে।
দ্রাঘিমারেখা	৮৮°০১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।
কর্কটক্রান্তিরেখা	বাংলাদেশের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩.৫° উত্তর অক্ষরেখা) (ট্রপিক অব ক্যান্সার) অতিক্রম করেছে। এ রেখা চুয়াডাঙ্গা দিয়ে প্রবেশ করে ঝিনাইদহ, মাগুরা, ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ, চাঁদপুর, কুমিল্লা, খাগড়াছড়ি হয়ে রাঙামাটি বরাবর বের হয়েছে।
৯০°পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা	এই রেখা বাংলাদেশের উপর দিয়ে গেছে। বরগুনা, পিরোজপুর, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, মাদারিপুর, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, জামালপুর ও শেরপুর জেলার উপর দিয়ে গেছে।
ঢাকার প্রতিপাদ স্থান	**চিলির পাশে প্রশান্ত মহাসাগরে ভাসছে।**
গ্রিনিচ মান সময় অপেক্ষা বাংলাদেশ সময় ৬ ঘণ্টা অগ্রবর্তী।	

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি

কৌণিক শীর্ষ	থানার নাম
উত্তর-পশ্চিম	তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়
উত্তর-পূর্ব	জকিগঞ্জ, সিলেট
দক্ষিণ-পশ্চিম	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
দক্ষিণ-পূর্ব	টেকনাফ, কক্সবাজার

প্রান্ত	স্থান	উপজেলা	জেলা
উত্তর	বাংলাবান্ধা	তেঁতুলিয়া	পঞ্চগড়
দক্ষিণ	ছেড়াদ্বীপ/সেন্ট মার্টিন	টেকনাফ	কক্সবাজার
পূর্ব	আখাইনঠং	থানচি	বান্দরবান
পশ্চিম	মনকশা	শিবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ

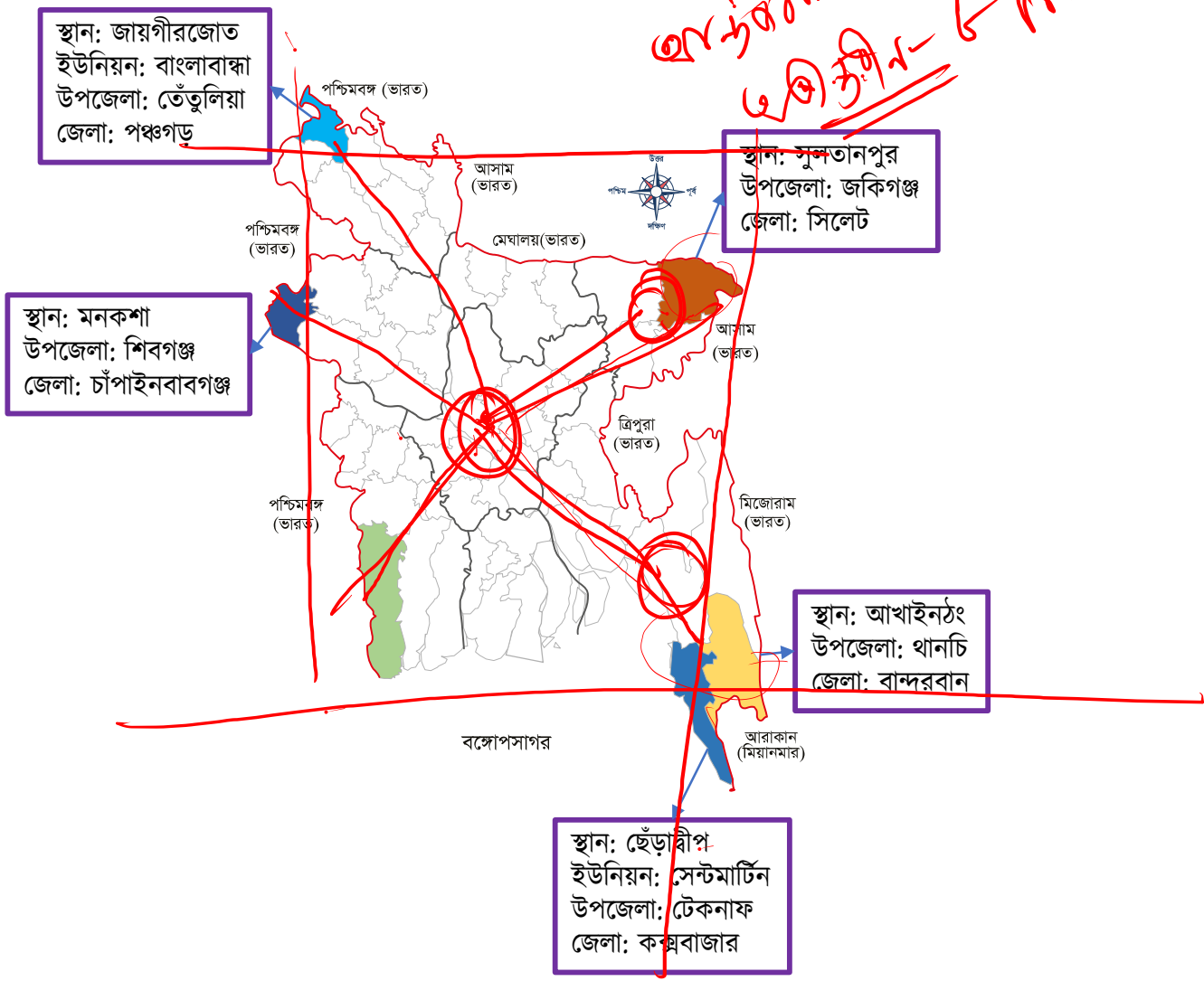

POLL QUESTION-01

✪ সুন্দরবনে বাংলাদেশ ও ভারতের সীমানা নির্ধারণকারী নদী নিম্নের কোনটি?

(a) নাফ নদী

(b) রায়মঙ্গল নদী

(c) হাড়িয়াভাঙ্গা নদী

(d) ভোলা নদী

সীমানা

বাংলাদেশের সীমানা (কিমি)					
সীমানা	স্থলসীমা	সমুদ্রসীমা	ভারতের সাথে স্থলসীমা	মিয়ানমারের সাথে স্থলসীমা	তথ্যসূত্র
৫,১৩৮	৪,৪২৭	৭১১	৪,১৫৬	২৭১	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (সাবেক বিডিআর)
৪,৭২৭	-	৭৩২	৩,৭১৫	২৮০	উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনৈতিক ভূগোল ও বাংলাদেশ
৪,৭১২	-	৭৩২	৩,৭১৫	২৮০	উচ্চ মাধ্যমিক ভূগোল
	৩,৯৯৫	৭১৬	৩,৭১৫.১৮	২৮০	মাধ্যমিক ভূগোল

বাংলাদেশ-ভারত অমিমাংসীত সীমান্ত: ২.৫ কিলোমিটার (ফেনী জেলার মুহরীর চর)

সীমানা

বাংলাদেশের সীমানা (কিমি)	
রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা	**১২ নটিক্যাল মাইল** বা ২২.২২ কি.মি. (১ নটিক্যাল মাইল = ১.১৫ মাইল বা ১.৮৫৩ কি.মি.)।
অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা	**২০০ নটিক্যাল মাইল** বা ৩৭০.৪০ কি.মি.।
ভারতের সাথে জলসীমা	১৮০ কি.মি.।

- সীমান্তবর্তী জেলা **৩২টি**।
- ভারতের সাথে সীমানা ৩০টি।
- মায়ানমারের সাথে সীমানা ০৩টি।
- রাঙ্গামাটি জেলা ভারত এবং মায়ানমার এই দুই দেশের সাথে সীমানা রয়েছে।

বাংলাদেশের সীমানা

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য ৫টি, জেলা ৩২টি।

রাজ্য (৫টি)	জেলা (৩২টি)	সংখ্যা
আসাম	ধুরজী, করিমগঞ্জ, হাইলাকন্দি, কাছাড়	৪টি
মিজোরাম	মামিত, লুংলে, লংটলাই	৩টি
ত্রিপুরা	ধলাই, দক্ষিণ ত্রিপুরা, গোমতী, উত্তর ত্রিপুরা, সিপাহীজলা, খোয়াই, পশ্চিম ত্রিপুরা, ঊনকোটি	৮টি
মেঘালয়	পশ্চিম জৈন্তিয়া পাহাড়, পূর্ব জৈন্তিয়া পাহাড়, পূর্ব খাসি পাহাড়, দক্ষিণ পশ্চিম খাসি পাহাড়, দক্ষিণ গারো পাহাড়, পশ্চিম গারো পাহাড়, দক্ষিণ পশ্চিম গারো পাহাড়	৭টি
পশ্চিমবঙ্গ	মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর চব্বিশ পরগণা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, দার্জিলিং	১০টি

➤ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী মিয়ানমারের রাজ্য ২টি। যথা- চিন ও আরাকান।

বাংলাদেশের সীমানা

বঙ্গবন্ধু মানমন্দির:

- নির্মাণস্থল: ভাঙ্গা, ফরিদপুর।
- সহায়তায়: বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (SPARRSO)।
- একনেকে অনুমোদন: ১ জুন, ২০২১।
- নির্মাণে ব্যয়: ২১৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা।
- স্থানটির বিশেষত্ব : **৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা ও কর্কটক্রান্তি (২৩.৫° উত্তর অক্ষরেখা) রেখার মিলন বা সংযোগস্থল।**
- প্রেক্ষাপট: পৃথিবীর ৪টি দ্রাঘিমা রেখা (০°, ৯০°, ১৮০° ও ২৭০°) এবং ৩টি অক্ষরেখা (কর্কটক্রান্তি রেখা, মকরক্রান্তি রেখা ও নিরক্ষরেখা) পরস্পর ১২টি স্থানে ছেদ করেছে যার ১০টি পড়েছে সমুদ্রে, আর বাকি ২টি স্থলভাগে। স্থলভাগের একটির মিলনস্থল সাহারা মরুভূমিতে (জনমানবহীন) এবং অন্যটি ফরিদপুরের ভাঙ্গায়।

বাংলাদেশের সীমানা

বঙ্গোপসাগর:

- বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের সমস্ত দক্ষিণ উপকূল ঘিরে অবস্থিত, ৭১১ (অথবা ৭১৬) কিলোমিটার সমুদ্রসীমা।
- "বে" অর্থে পৃথিবীর বৃহত্তম উপসাগর যার আয়তন প্রায় **২২ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার**।
- গড় গভীরতা **২৬০০ মিটার** অথবা ৮৫০০ ফুট। বঙ্গোপসাগর মোট ৫টি দেশের সীমান্তে অবস্থিত। যথা- বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা।
- **সোয়াচ অফ নোগ্রাউন্ডঃ বাংলাদেশের মহীসোপানের কিনারায় একটি গভীর খাত। অপর নাম গঙ্গাখাত।** ৫ থেকে ৭ কিলোমিটার প্রস্থ এই খাতের গড় গভীরতা ১২০০ মিটার। এটি প্লাইস্টোসিন কালে গঠিত হয়েছে।
- পূর্ব গোলার্ধের ৯০° দ্রাঘিমারেখার সমান্তরালে রিজ (শৈলশিরা) বিদ্যমান যা **নাইনটি ইস্ট রিজ (Ninety East Ridge)** নামে পরিচিত।

POLL QUESTION-02

✪ ভারতের কোন রাজ্যটির বাংলাদেশের সাথে সীমান্ত সংযোগ নেই।

(a) আসাম

(b) মিজোরাম

(c) নাগাল্যান্ড

(d) মেঘালয়

বাংলাদেশের সমুদ্রবিজয়

বাংলাদেশের সাথে দুটি দেশের সমুদ্রসীমা আছে। ভারত ও মায়ানমার।

❑ বাংলাদেশ বনাম মায়ানমারঃ

- **এর সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির মামলার রায় হয় ২০১২ সালের ১৪ মার্চ।**
- জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল- International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) এ সমুদ্র বিষয়ক এ মামলাটি নিষ্পত্তি হয়।
- **মামলার রায়ে বাংলাদেশ পায় ১,১১,৬৩১ বর্গ কিমি।**

❑ বাংলাদেশ বনাম ভারতঃ

- এর সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির মামলা হয় নেদারল্যান্ডসে অবস্থিত স্থায়ী সালিশি আদালত Parmanent Court of Atribution (PCA) -এ। **এই মামলার রায় হয় ২০১৪ সালের ৭ জুলাই।**
- বাংলাদেশ- ভারতের মধ্যে সমুদ্রসীমা বিরোধ ছিল **২৫,৬০২ বর্গ কিমি**। মামলার রায়ে বাংলাদেশ পায় **১৯,৪৬৭ কিমি**। ভারত লাভ করে – ৬১৩৫ বর্গ কিলোমিটার।

বাংলাদেশের সমুদ্রবিজয়

- প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের বিষয়টি সুরাহা হওয়ায় বাংলাদেশ যা যা লাভ করেছে-
  - ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি. টেরিটোরিয়াল সমুদ্র। ১২ নটিক্যাল মাইল রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা।
  - ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone-EEZ)।
  - চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সব ধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের উপর সার্বভৌম অধিকার।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি

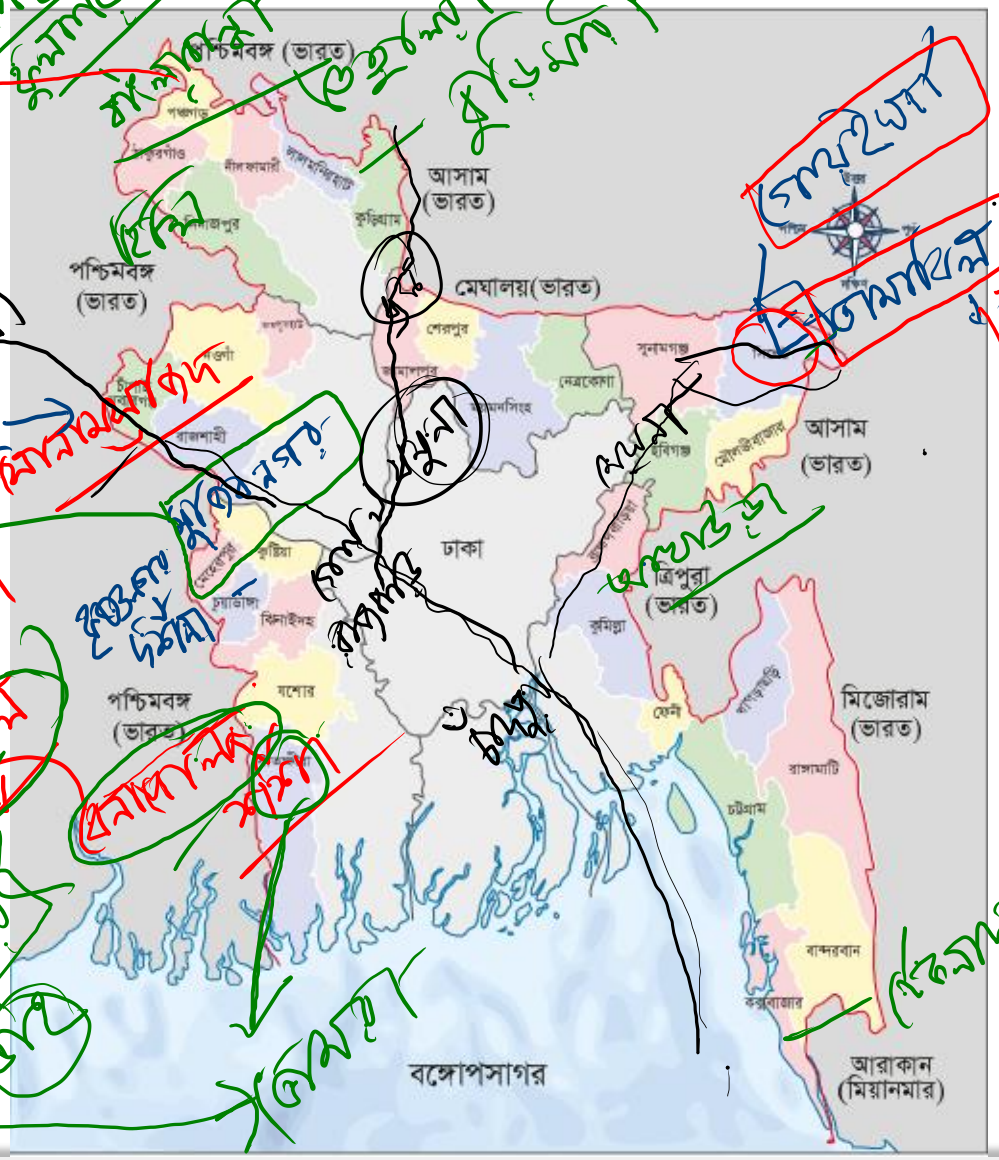

বাংলাদেশের স্থলবন্দরসমূহ
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
আসাম (ভারত)
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
মেঘালয়(ভারত)
আসাম (ভারত)
ঢাকা
ত্রিপুরা (ভারত)
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
মিজোরাম (ভারত)
বঙ্গোপসাগর
আরাকান (মিয়ানমার)

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থলবন্দরসমূহ

স্থলবন্দরের নাম	জেলা	সম্মুখবর্তী ভারত/মিয়ানমারের জেলা
বেনাপোল	শার্শা, যশোর	চব্বিশ পরগনা
টেকনাফ	কক্সবাজার	মংডু, সিটুওয়ে (মিয়ানমার)
বাংলাবান্ধা	তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়	ফুলবাড়ি, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ
সোনামসজিদ	শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	মাদারীপুর, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ
হিলি	হাকিমপুর, দিনাজপুর	দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ
ভোমরা	সাতক্ষীরা সদর	চব্বিশ পরগনা
দর্শনা	দামুরহুদা, চুয়াডাঙ্গা	গেদে, কৃষ্ণনগর, পশ্চিমবঙ্গ
বুড়িমারী	পাটগ্রাম, লালমনিরহাট	মেখালজিগঞ্জ
তামাবিল	গোয়াইনঘাট, সিলেট	ডাউকি, শিলং, মেঘালয়
আখাউড়া	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	আগরতলা
মুজিবনগর	মুজিবনগর, মেহেরপুর	হৃদয়পুর, চাপরা, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
প্রাগপুর	দৌলতপুর, কুষ্টিয়া	শিকারপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

বাংলাদেশের স্থলবন্দর

- **সীমান্তে স্থলবন্দর রয়েছে - ২৭ টি।**
- চালু স্থলবন্দরের সংখ্যা - ১৪টি।
- সরকার ঘোষিত স্থলবন্দরের সংখ্যা - ২৪টি।
- উন্নয়ন কার্যক্রমাধীন স্থলবন্দরের সংখ্যা-১২টি।
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনাধীন স্থলবন্দরের সংখ্যা - ১৭টি।
- বিওটি (বিল অন ট্রান্সফার) পদ্ধতি বা প্রাইভেট কোম্পানির ব্যবস্থাপনাধীন স্থলবন্দরের সংখ্যা - ৬টি।
- **বর্তমানে দেশে নদীবন্দর — ৪৩টি [সর্বশেষ নদীবন্দরঃ নাজিরগঞ্জ, পাবনা]।**
- অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর – ৮টি। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর – ৩টি।

বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর

চট্টগ্রাম বন্দর:

- **বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার বলা হয়।**
- ১৮৮৭ সালে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর গঠিত হয়।
- ষোড়শ শতকে পর্তুগিজ বণিকদের কাছে চট্টগ্রাম বন্দর **পোর্ট গ্রান্ডি** নামে পরিচিত ছিল।
- বন্দর কর্তৃপক্ষ ও পোর্ট কমিশনার্স কে একত্রিত করে ১৯৬০ সালে গঠিত হয় পোর্ট ট্রাস্ট'।

মোংলা সমুদ্রবন্দর: ১৯৫০ সালের ১১ ডিসেম্বর ব্রিটিশ বাণিজ্যিক জাহাজ 'The city of lyous' সুন্দরবনের মধ্যে পশুর নদীর জয়মনিগোল নামক স্থানে নোঙ্গর করে। এটাই ছিল মোংলা বন্দর প্রতিষ্ঠার শুভ সূচনা। এরপর ১৯৫১ সালের ৭ মার্চ চালনা নামক স্থানে এ বন্দর স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৪ সালের ২০ জুন এ বন্দরকে মোংলা নামক স্থানে নেয়া হয়। এখন এর অবস্থান বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার সেলবুনিয়া মৌজার পশুর নদী এবং মোংলা নদীর সংযোগস্থল। বর্তমানে বন্দরটি ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে। পণ্য খালাসের জন্য ২২৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করতে পারে। প্রতিবছর এই বন্দরে প্রায় ৪০০টি জাহাজ নোঙ্গর করে এবং বছরে গড়ে ৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন পণ্যের আমদানি রপ্তানি সম্পন্ন হয়।

পায়রা সমুদ্র বন্দর: পায়রা সমুদ্রবন্দর **পটুয়াখালি জেলার কলাপাড়া উপজেলার রামনাবাদ চ্যানেল সংলগ্ন আন্ধারমানিক নদী** তীরবর্তী টিলাখালি ইউনিয়নের ইটবাড়িয়া নামক স্থানে অবস্থিত। **বন্দরটি ২০১৬ সালের ১৩ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে।** প্রায় ৬০০ একর জায়গা জুড়ে বন্দরটি প্রতিষ্ঠিত। এর অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ এখনো চলমান।

POLL QUESTION-03

✪ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি করে -

(a) PCA

(b) ITLOS

(c) ICC

(d) UN

এশিয়া মহাদেশ

আর্কটিক মহাসাগর/
উত্তর মাহাসাগর
ব্যারেন্টস সাগর
কারা সাগর
ল্যাপ্তেভ সাগর
বেরিং সাগর
ওখটস্ক সাগর
রাশিয়া
কাজাখস্তান
উজবেকিস্তান
তুর্কমেনিস্তান
মঙ্গোলিয়া
উলানবাটোর
চীন
বেইজিং
জাপান
আফগানিস্তান
পাকিস্তান
ইরান
সৌদি আরব
ওমান
ইয়েমেন
নয়া দিল্লি
ভারত
মিয়ানমার
থাইল্যান্ড
শ্রীলংকা
কৃষ্ণ সাগর
ভূমধ্য সাগর
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
দক্ষিণ চীন সাগর
ফিলিপাইন সাগর
প্রশান্ত মহাসাগর
ভারত মহাসাগর
উত্তর
দক্ষিণ
পূর্ব
পশ্চিম

এশিয়া মহাদেশ

আর্কটিক মহাসাগর/
উত্তর মাহাসাগর
ব্যারেন্টস সাগর
কারা সাগর
লাপ্তেভ সাগর
বেরিং সাগর
ওখটস্ক সাগর
রাশিয়া
মস্কো
কাজাখস্তান
মঙ্গোলিয়া
উলানবাটোর
চীন
তুরস্ক
ইরাক
ইরান
আফগানিস্তান
পাকিস্তান
নয়া দিল্লি
ভারত
সৌদি আরব
ওমান
ইয়েমেন
মিয়ানমার
থাইল্যান্ড
শ্রীলংকা
কৃষ্ণ সাগর
ভূমধ্য সাগর
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
জাপান সাগর
জাপান
পূর্ব চীন সাগর
দক্ষিণ চীন সাগর
ফিলিপাইন সাগর
প্রশান্ত মহাসাগর
ভারত মহাসাগর
উত্তর
দক্ষিণ
পূর্ব
পশ্চিম

মহাদেশ ও অঞ্চলভিত্তিক ভৌগোলিক অবস্থান

এশিয়া মহাদেশ

- এশিয়া মহাদেশের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে গিয়েছে -৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা।
- ইউরোপ মহাদেশের সাথে স্থল দ্বারা এশিয়া মহাদেশ যুক্ত হওয়ায় এশিয়া ও ইউরোপকে – ইউরেশিয়া বলা হয়।
- সমুদ্র সমতল থেকে উচ্চতার দিক থেকে সবচেয়ে নিচু দেশ – মালদ্বীপ (সমুদ্র সমতল থেকে ১.৫ মিটার উঁচু)।
- **সেনকাকু দ্বীপ** নিয়ে যে দুটি দেশের মধ্যে বিরোধ রয়েছে – **চীন ও জাপান** (চীন এটি 'দিয়াওইউ' নামে পরিচিত)।
- পরিবেশ দূষণ ঠেকাতে শিল্পঞ্চল ও কালো ধোঁয়া অধ্যুষিত এলাকাকে 'ক্যান্সার গ্রাম' ঘোষণা দেয় – চীন।
- ইসরাইলের কথিত ই-ওয়ান (East 1 or Mevasert Adumin) অঞ্চল অবস্থিত – জেরুজালেমে।
- মধ্য এশিয়ার দেশগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল – সোভিয়েত ইউনিয়নের।
- **বৃহত্তম দ্বীপ – বোর্নিও** (আয়তন ৭ লাখ ৪৩ হাজার ৩৩০ বর্গকিলোমিটার)।
- বৃহত্তম উপদ্বীপ – আরব উপদ্বীপ।
- **বৃহত্তম সাগর - দক্ষিণ চীন সাগর** (আয়তন ২৯ লাখ ৭৪ হাজার ৬০০ বর্গকিলোমিটার)।
- **বৃহত্তমহ্রদ – বৈকালহ্রদ** (সর্বোচ্চ গভীরতা ১৬৩৭ মিটার, গড় গভীরতা ৭৫৮ মিটার)।
- **দীর্ঘতম নদী – ইয়াংসিকিয়াং** (চীন; দৈর্ঘ্য ৬৩৮০ কিলোমিটার)।

মহাদেশ ও অঞ্চলভিত্তিক ভৌগোলিক অবস্থান

এশিয়ার বিন্দু	
উত্তরের বিন্দু	**চেলিউসকিন অন্তরীপ (রাশিয়া)**
দক্ষিণের বিন্দু	পিয়ায়ি অন্তরীপ (মালয়েশিয়া)
পশ্চিমের বিন্দু	**বেবা অন্তরীপ (তুরস্ক)**
পূর্বের বিন্দু	ডেজনেভ অন্তরীপ (রাশিয়া)

অঞ্চলভিত্তিক এশিয়ার দেশসমূহ	
অবস্থান	**দেশসমূহ**
দক্ষিণ এশিয়া	বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, আফগানিস্তান ও ইরান।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, ব্রুনাই, পূর্ব তিমুর, ফিলিপাইন, মিয়ানমার।
পূর্ব এশিয়া	চীন, জাপান, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও মঙ্গোলিয়া।
পশ্চিম এশিয়া	সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, ইরাক, কুয়েত, ওমান, লেবানন, ইসরাইল, জর্ডান, সিরিয়া, ইয়েমেন, বাহরাইন, তুরস্ক, আজারবাইজান।
মধ্য এশিয়া	কাজাখস্তান, কিরগিজিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও তাজিকিস্তান।

ইউরোপ মহাদেশ

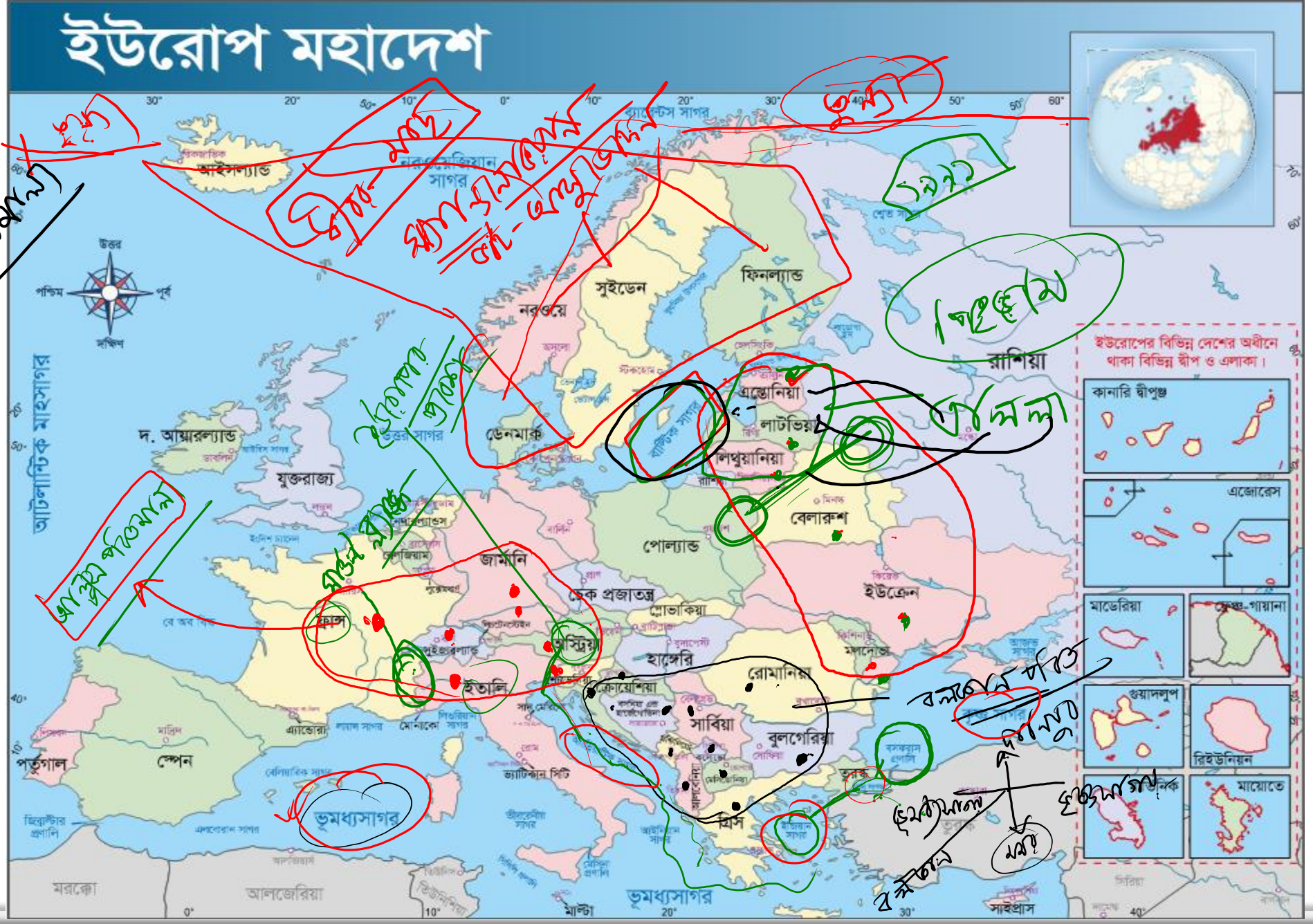

আইসল্যান্ড
নরওয়েজিয়ান সাগর
ব্যারেন্টস সাগর
নরওয়ে
সুইডেন
ফিনল্যান্ড
রাশিয়া
আটলান্টিক মহাসাগর
উত্তর
পশ্চিম
পূর্ব
দক্ষিণ
দ. আয়ারল্যান্ড
যুক্তরাজ্য
উত্তর সাগর
ডেনমার্ক
বাল্টিক সাগর
এস্তোনিয়া
লাটভিয়া
লিথুয়ানিয়া
বেলারুশ
পোল্যান্ড
জার্মানি
নেদারল্যান্ডস
বেলজিয়াম
চেক প্রজাতন্ত্র
স্লোভাকিয়া
ইউক্রেন
মলদোভা
ফ্রান্স
অস্ট্রিয়া
হাঙ্গেরি
রোমানিয়া
ক্রোয়েশিয়া
সার্বিয়া
বুলগেরিয়া
ইতালি
গ্রিস
পর্তুগাল
স্পেন
অ্যান্ডোরা
ভ্যাটিকান সিটি
ভূমধ্যসাগর
মাল্টা
মরক্কো
আলজেরিয়া
সাইপ্রাস
কৃষ্ণসাগর
ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অধীনে থাকা বিভিন্ন দ্বীপ ও এলাকা।
কানারি দ্বীপপুঞ্জ
এজোরেস
মাডেরিয়া
ফ্রেঞ্চ-গায়ানা
গুয়াদলুপ
রিইউনিয়ন
মার্তিনিক
মায়োতে

মহাদেশ ও অঞ্চলভিত্তিক ভৌগোলিক অবস্থান

ইউরোপ মহাদেশ

- **ইউরোপের দ্বার বলা হয় – ভিয়েনাকে।**
- বৃহত্তম সুড়ঙ্গপথের নাম – চ্যানেল টানেল।
- **সর্বোচ্চ বিন্দু - মাউন্ট এলব্রাস** (৫,৬৩৩ মিটার)।
- সর্বনিম্ন বিন্দু - কাস্পিয়ান সাগর (- ২৮ মিটার)।
- বৃহত্তম সাগর – ভূমধ্যসাগর (আয়তন ২৫ লাখ ১০ হাজার বর্গ কিমি)।
- **উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ – মাউন্ট ব্ল্যাঙ্ক** (৪৮০৮ মিটার; ফ্রান্স ও ইতালির সীমান্তে)।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পিতৃভূমি বলা হয় রাশিয়াকে।
- **বাল্টিক দেশসমূহ হলো - এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া।**
- বলকানের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু দেশ – বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা।
- 'বলকানের কসাই' নামে পরিচিত – সাবেক যুগোস্লাভ একনায়ক স্লোবোদান মিলোসেভিচ।

আফ্রিকা মহাদেশ
(অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ)
আটলান্টিক মহাসাগর (উত্তর)
কর্কটক্রান্তি রেখা
আলজেরিয়া
লিবিয়া
মিশর
মৌরিতানিয়া
মালি
নাইজার
চাদ
সুদান
ইরিত্রিয়া
জিবুতি
গাম্বিয়া
গিনি
বুরকিনা ফাসো
নাইজেরিয়া
আইভরি-কোস্ট
লাইবেরিয়া
ঘানা
টোগো
বেনিন
ক্যামেরুন
মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র
দক্ষিণ সুদান
ইথিওপিয়া
উগান্ডা
কেনিয়া
কঙ্গো
গ্যাবন
রুয়ান্ডা
গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র
বুরুন্ডি
তানজানিয়া
নিরক্ষীয় গিনি
অ্যাসেনশান দ্বীপ (যুক্তরাজ্য)
আটলান্টিক মহাসাগর (দক্ষিণ)
অ্যাঙ্গোলা
মোজাম্বিক
জিম্বাবুয়ে
নামিবিয়া
বতসোয়ানা
সেন্ট হেলেনা (যুক্তরাজ্য)
মকরক্রান্তি রেখা
দক্ষিণ আফ্রিকা
ভারত মহাসাগর
মাদাগাস্কার
কমোরোস
মায়োত্তে (ফ্রান্স)
মরিশাস
রিউনিয়ন (ফ্রান্স)
সিসেলিস

মহাদেশ ও অঞ্চলভিত্তিক ভৌগোলিক অবস্থান

আফ্রিকা মহাদেশ

- সবোচ্চ বিন্দু – মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো (তানজানিয়া; ৫,৯৬৩ মিটার)।
- সর্বনিম্ন বিন্দু – লেক আসাল, জিবুতি (-১৫৬ মিটার)।
- উত্তমাশা অন্তরীপ অবস্থিত – আফ্রিকা মহাদেশে।
- আফ্রিকার ও পৃথিবীর উষ্ণতম স্থান – আল-আজিজিয়া (লিবিয়া, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৫৮° সে.)।
- পৃথিবীর বৃহত্তম লবঙ্গ উৎপাদনকারী অঞ্চল – জানজিবার (তানজানিয়া)।
- উগান্ডাকে 'Pearl of Africa' নামে অভিহিত করেন – উইনস্টন চার্চিল।
- হর্ন অব আফ্রিকা বা আফ্রিকার উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত – সোমালিয়া, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, জিবুতি।
- শহীদী স্কয়ার (পূর্বনাম গ্রিন স্কয়ার) অবস্থিত – ত্রিপোলি, লিবিয়া।
- 'তাহরির স্কোয়ার' অবস্থিত – কায়রো (মিসর)।
- 'দারফুর' অঞ্চলটি অবস্থিত – সুদানে।
- আফ্রিকার মুক্তভূমি বলা হয় – লাইবেরিয়াকে।
- সিয়েরা লিওন শব্দের অর্থ হলো – সিংহের পর্বত।

মহাদেশ ও অঞ্চলভিত্তিক ভৌগোলিক অবস্থান

- Dead Heart of Africa বলা হয় – শাদকে
- পৃথিবীর বিখ্যাত স্বর্ণখনি অবস্থিত – দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে
- **সবচেয়ে বড় হীরক খনি 'কিম্বার্লি' – দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত।**
- আফ্রিকার দক্ষিণ অঞ্চলের প্রাচীন জাতি – বুমম্যান (নামিবিয়া ও বাতসোয়ানায় দেখা যায়)।
- **East London – দক্ষিণ আফ্রিকা।**
- আয়তনে আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ – আলজেরিয়া।
- আয়তনে আফ্রিকার ক্ষুদ্রতম দেশ – সিচেলিস।
- জনসংখ্যায় আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ – নাইজেরিয়া।
- **আফ্রিকার বৃহত্তম হ্রদ – ভিক্টোরিয়া হ্রদ।**
- আফ্রিকা তথা পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি – সাহারা মরুভূমি।
- সাভানা: আফ্রিকার ঘাস ও বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদের মিশ্রণে তৈরি একটি বাস্তুতন্ত্র হলো সাভানা।
- **সাহেল: আফ্রিকার উত্তরের মরুময় সাহারা এবং দক্ষিণের আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলের মধ্যবর্তী একটি পরিবর্তনশীল জলবায়ুর অঞ্চল হলো সাহেল।**

উত্তর আমেরিকা মহাদেশ
আর্কটিক/ উত্তর মহাসাগার
গ্রিনল্যান্ড
(ডেনমার্কের অধীনে)
বেরিং সাগর
বিউফোর্ট সাগর
আলাস্কা
(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)
কানাডা
প্রশান্ত মহাসাগার
আটলান্টিক মহাসগার
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
মেক্সিকো
উত্তর
পশ্চিম
পূর্ব
দক্ষিণ
50°
40°
30°
20°
10°
0°

মহাদেশ ও অঞ্চলভিত্তিক ভৌগোলিক অবস্থান

উত্তর আমেরিকা মহাদেশ

- সবোচ্চ বিন্দু – ম্যাককিনলে (যুক্তরাষ্ট্র; ৬১৯৪ মিটার)।
- সর্বনিম্ন বিন্দু – ডেথ ভ্যালি (যুক্তরাষ্ট্র – ৮৬ মিটার)।
- উষ্ণতম স্থান – **ডেথ ভ্যালি** (ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র)।
- বেলিজের পূর্বনাম – ব্রিটিশ হন্ডুরাস।
- প্রেইরি তৃণভূমি অবস্থিত – মধ্য আমেরিকা অঞ্চলে।
- ক্ষুদ্রতম দেশ – **সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস**; (আয়তনে ও জনসংখ্যায়)।
- উত্তরের বিন্দু – বুথিয়া উপদ্বীপের মার্কিসন শৈলান্তরীপ (কানাডা)।
- দক্ষিণের বিন্দু – পুন্টা ম্যারিয়াটো (পানামা)।
- উত্তর আমেরিকার দীর্ঘতম পর্বতমালা – **রকি পর্বতমালা**।

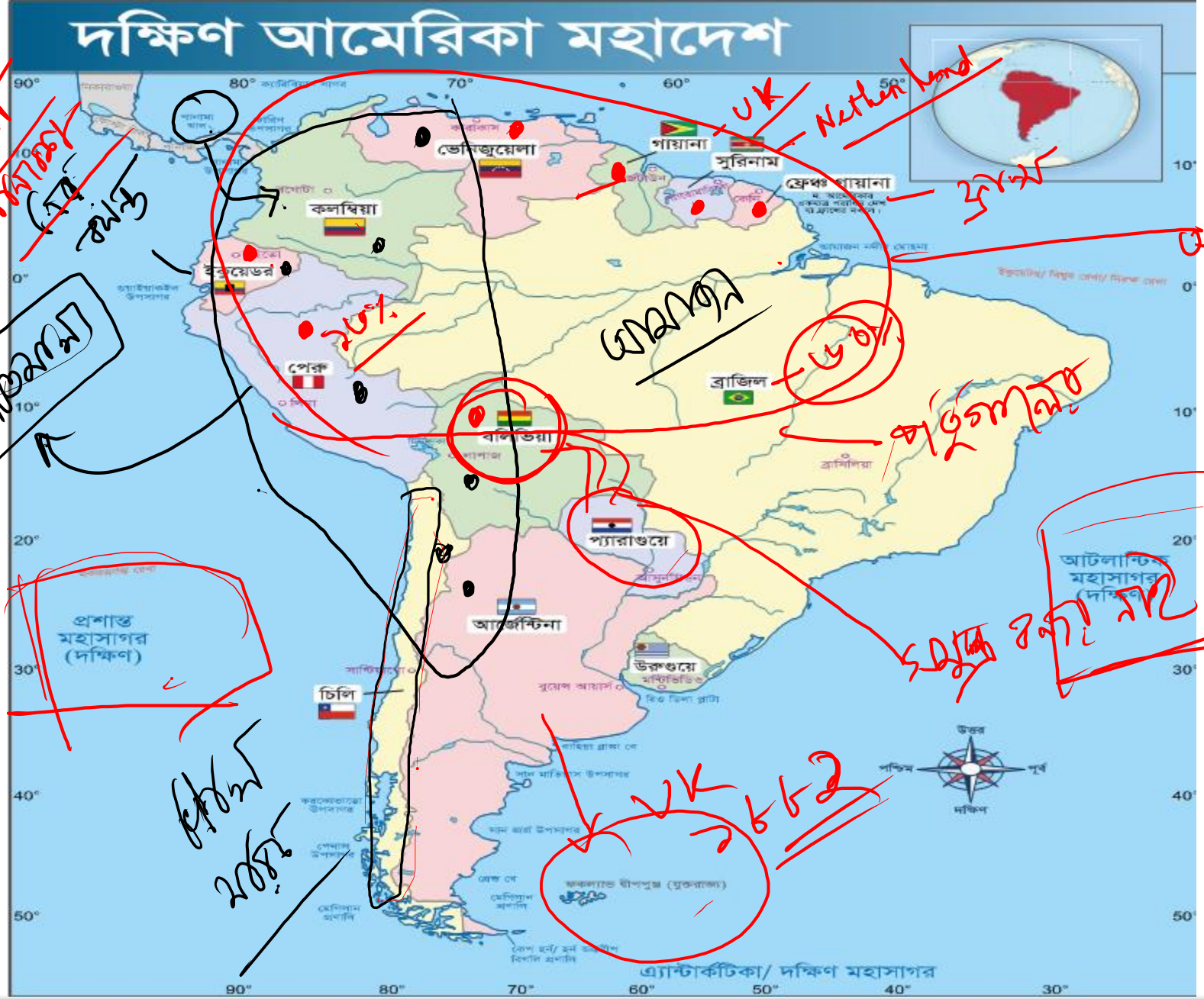
দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ
ভেনিজুয়েলা
গায়ানা
সুরিনাম
ফ্রেঞ্চ গায়ানা
কলম্বিয়া
ইকুয়েডর
পেরু
ব্রাজিল
বলিভিয়া
প্যারাগুয়ে
আর্জেন্টিনা
উরুগুয়ে
চিলি
প্রশান্ত মহাসাগর (দক্ষিণ)
আটলান্টিক মহাসাগর (দক্ষিণ)
এ্যান্টার্কটিকা/ দক্ষিণ মহাসাগর
উত্তর
পশ্চিম
পূর্ব
দক্ষিণ

মহাদেশ ও অঞ্চলভিত্তিক ভৌগোলিক অবস্থান

দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ

- পৃথিবীর সর্বদক্ষিণের নগরী – পুয়ার্তো উইলিয়াম (চিলি)।
- মাদকদ্রব্য উৎপাদন ও চোরাচালানের জন্য লাতিন আমেরিকার সবচেয়ে আলোচিত দেশ – কলম্বিয়া।
- দক্ষিণ আমেরিকার দুটি **স্থলবেষ্টিত** দেশের একটি **বলিভিয়া** অপর দেশটির নাম – **প্যারাগুয়ে**।
- দক্ষিণ আমেরিকার একমাত্র যে দেশটি ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) সদস্য – **সুরিনাম**।
- প্রথম দক্ষিণ আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে – স্পেন।
- দক্ষিণ আমেরিকার একমাত্র কমনওয়েলথের সদস্য – গায়ানা।
- দক্ষিণ আমেরিকার **'চির বসন্তের'** দেশ – **ইকুয়েডর**।
- দক্ষিণ আমেরিকার একমাত্র পর্তুগালের উপনিবেশ ছিল – ব্রাজিল।
- দক্ষিণ আমেরিকার একমাত্র পর্তুগিজ ভাষার দেশ – ব্রাজিল।

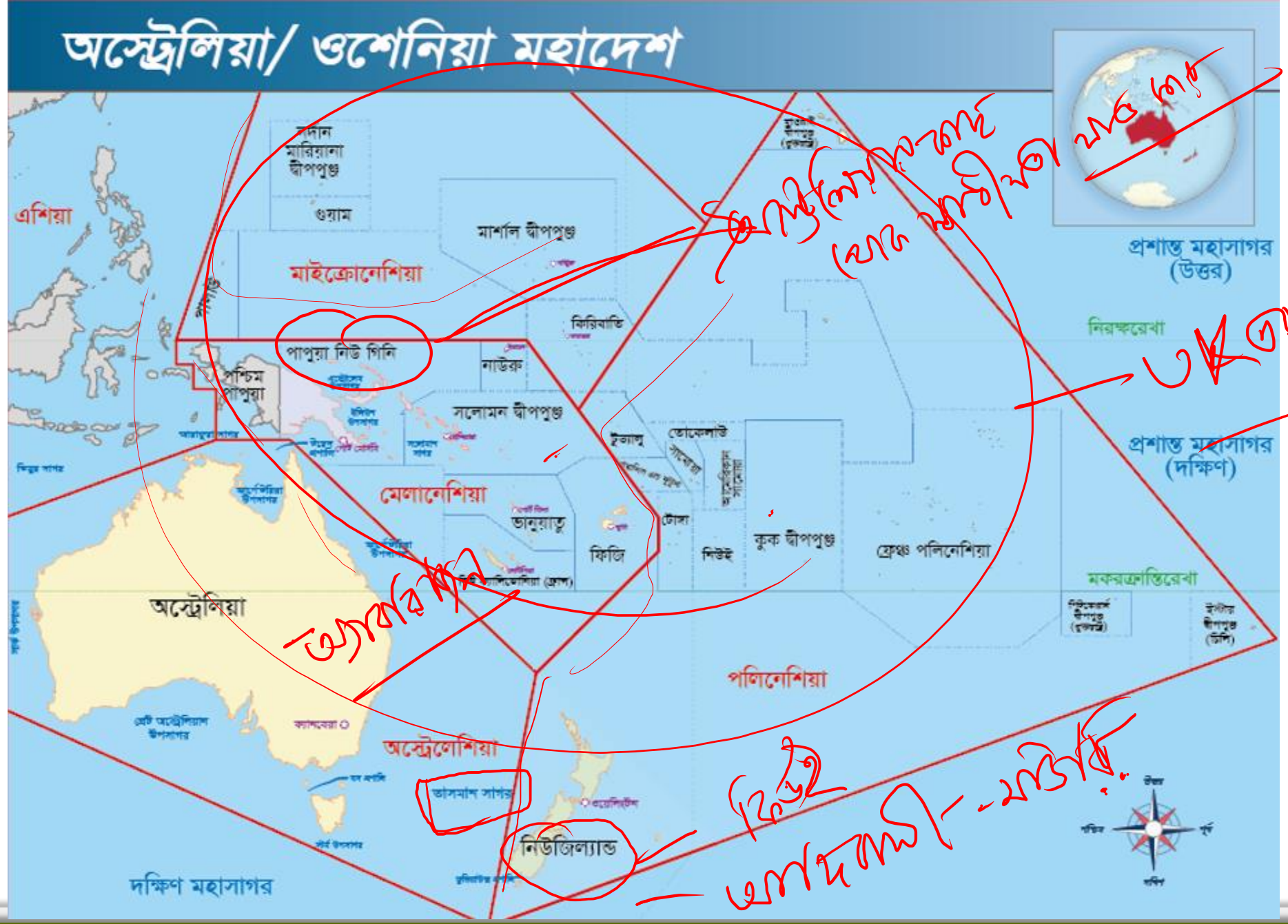

অস্ট্রেলিয়া/ ওশেনিয়া মহাদেশ

মহাদেশ ও অঞ্চলভিত্তিক ভৌগোলিক অবস্থান

ওশেনিয়া মহাদেশ

- সর্বোচ্চ বিন্দু - পুঁসাক জায়া (৪৮৮৪ মিটার)।
- সর্বনিম্ন বিন্দু – লেক আয়ার (-১১৬ মিটার)।
- মাইক্রোনেশিয়া নামে পরিচিত – ওশেনিয়া মহাদেশের নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী দ্বীপসমূহ।
- পলিনেশিয়া শব্দের অর্থ – অনেক দ্বীপ।
- মিলেনেশিয়া শব্দের অর্থ – কৃষ্ণদ্বীপ।
- গ্রেট বেরিয়ার রিফ অবস্থিত – প্রশান্ত মহাসাগরে (অস্ট্রেলিয়া)।
- ওশেনিয়ার বৃহত্তম সাগর – তাসমান সাগর।
- ওশেনিয়ার বৃহত্তম হ্রদ – লেক আয়ার।
- **অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের বলা হয় – অ্যাবরিজিন।**
- **ওশেনিয়া মহাদেশের দীর্ঘতম নদী – মারেডার্লিং।**
- নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীদের বলা হয় – কিউই।
- **নিউজিল্যান্ডের আদিবাসীদের বলা হয় – মাউরি।**

মহাদেশ ও অঞ্চলভিত্তিক ভৌগোলিক অবস্থান

অঞ্চলভিত্তিক ওশেনিয়ার স্বাধীন দেশসমূহ	
অবস্থান	**দেশ**
মাইক্রোনেশিয়া	মাইক্রোনেশিয়া, কিরিবাতি, নাউরু, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, পালাউ।
মিলেনেশিয়া	পাপুয়া নিউগিনি, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, ভানুয়াতু, ফিজি।
পলিনেশিয়া	সামোয়া, টোঙ্গা, টুভ্যালু।

মহাদেশ ও অঞ্চলভিত্তিক ভৌগোলিক অবস্থান

	মহাদেশভিত্তিক বিভিন্ন দেশের আয়তন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ			
মহাদেশ	দেশসংখ্যা (স্বাধীন দেশ)	জাতিসংঘভুক্ত দেশ	সর্বোচ্চ স্থান (মিটার)	সর্বনিম্ন স্থান (মিটার)
এশিয়া	৪৪	৪৪	মাউন্ট এভারেস্ট (৮৮৫০)	মৃত সাগর (-৪০৯)
আফ্রিকা	৫৪	৫৪	কিলিমাঞ্জারো (৫৯৬৩)	লেক আসাল (-১৫৬)
উ. আমেরিকা	২৩	২৩	ম্যাককিনলে (৬১৯৪)	ডেথ ভ্যালি (-৮৬)
দ. আমেরিকা	১২	১২	অ্যাকাঙ্কাগুয়া (৬১৯৪)	ভ্যালদেস পেনিনসুলা (-৪০)
ইউরোপ	৪৮	৪৬	মাউন্ট এলবুর্জ (৫৬৩৩)	কাস্পিয়ান সাগর (-২৮)
ওশেনিয়া	১৪	১৪	পুঁসাক জায়া (৪৮৮৪)	লেক আয়ার (-১৬)
অ্যান্টার্কটিকা	-	-	ভিনসন ম্যাসিফ (৪৮৯৭)	বেন্টলে সাবগ্ল্যাসিয়াল ট্রেঞ্চ (-২৫৩৮)
মোট	১৯৫	১৯৩	-	-

মহাদেশ ও অঞ্চলভিত্তিক ভৌগোলিক অবস্থান

কতিপয় বিরোধপূর্ণ সীমান্তবর্তী অঞ্চল		
অঞ্চলের নাম	**যে দুটি দেশ/স্থানে অবস্থান**	**গুরুত্বপূর্ণ তথ্য**
পানমুনজম	উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া	দুই কোরিয়া এটির মালিকানা দাবি করে। বর্তমানে এটি একটি নিরপেক্ষ অঞ্চল হিসেবে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে আছে।
সিয়েচেন হিমবাহ	ভারত ও পাকিস্তান	কাশ্মীরে অবস্থিত বিশ্বের সর্বোচ্চ রণাঙ্গন।
সিনাই উপদ্বীপ	মিশর ও ইসরাইল	মরুভূমি অঞ্চল। ইসরাইল কর্তৃক ১৯৫৬ সালে অধিকৃত হয়।
লাদাখ	জম্মু ও কাশ্মীর ও চীন	১৯৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করলে এখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়।
ইম্ফল	ভারত ও মিয়ানমার	ভারতের মণিপুর রাজ্যের রাজধানী।
মংডু	বাংলাদেশ ও মিয়ানমার	কক্সবাজার সীমান্ত সংলগ্ন মিয়ানমারের একটি জেলা শহর।

মহাদেশ ও অঞ্চলভিত্তিক ভৌগোলিক অবস্থান

অঞ্চল	দাবীদার দেশ	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
ক্রিমিয়া	ইউক্রেন ও রাশিয়া	১৯৫৪ সালে ক্রিমিয়া ইউক্রেনের অন্তর্গত হয়। ২০১৪ সালে গণভোটের মাধ্যমে রাশিয়া নিন্ত্রয়ণ লাভ করে।
গাজা উপত্যকা	ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল	১৯৬৭ সালে ইসরায়েল এই ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ লাভের পর ইসরায়েল ও মুসলিম বিশ্বের সংঘাত শুরু হয়। গাজা উপত্যকা ভূমধ্যসাগরের তীরে এবং পশ্চিম তীর মৃত সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত।
পশ্চিম তীর		
পশ্চিম সাহারা	মরক্কো ও সাহারায়ে আরব রিপাবলিক	১৯৭৬ সালের আগ পর্যন্ত এই অঞ্চলের দখলদারিত্ব ছিল স্পেনের। ১৯৭৬ সালের পর মরোক্কো এটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে যা জাতিসংঘ স্বীকৃত না।

মহাদেশ ও অঞ্চলভিত্তিক ভৌগোলিক অবস্থান

সীমান্তের নাম	পরিচয়
দোকলাম	**ভারত-চীন-ভুটান** সীমান্তে অবস্থিত একটি মালভূমি। ২০১৭ সালে চীনের রাস্তা নির্মাণ নিয়ে ভারত-চীন বিরোধ দেখা দেয়। তবে, **দোকলাম ভুটানের মানচিত্রে রয়েছে**।
আবেয়ি	সুদান ও দক্ষিণ সুদানে অবস্থিত তেলসমৃদ্ধ অঞ্চল। এটি **আফ্রিকার কাশ্মীর** নামে পরিচিত।
সাউথ কর্দোফান	সুদান ও দক্ষিণ সুদানের মাঝে **'বাফার জোন' নামে** পরিচিত।
উত্তর ওয়াজিরিস্তান ও খাইবার গিরিপথ	**পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের** মধ্যে বিরোধপূর্ণ।

মহাদেশ ও অঞ্চলভিত্তিক ভৌগোলিক অবস্থান

সীমান্তের নাম	পরিচয়
গ্রে জোন	**যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর** মধ্যে সীমারেখা।
প্রিয়া বিহার মন্দির	থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে বিরোধ। বর্তমানে কম্বোডিয়ার দখলে রয়েছে।
কালাপানি	**ভারত-নেপালের মধ্যে** অমিমাংসিত ভূ-খন্ড।
দনবাস	ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের কয়লা ও খনিসমৃদ্ধ অঞ্চল। এই অঞ্চলের দুটি স্থান হলো দোনেৎস্ক ও লেহ্নস্ক।
লাচিন করিডোর	আজারবাইজানে অবস্থিত নার্গোনো-কারাবাখ ছিটমহলে আর্মেনিয়া থেকে প্রবেশের করিডোর (৫কি. মি)।
মারিওপোল	ইউক্রেনের দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলের বন্দরনগরী।

মহাদেশ ও অঞ্চলভিত্তিক ভৌগোলিক অবস্থান

কয়েকটি বিরোধপূর্ণ আঞ্চল		
অঞ্চল	**বিরোধী পক্ষদ্বয়**	**অন্যান্য তথ্য**
জেরুজালেম	ফিলিস্তিন ও ইসরাইল	এটি মুসলমান, ইহুদি, খ্রিস্টান তিন সম্প্রদায়ের পবিত্র ভূমি।
গোলান মালভূমি	সিরিয়া ও ইসরাইল	তৃতীয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় এ উপত্যকাটি ইসরাইল ১৯৬৭ সালে দখল করে নেয়।
শাত-ইল-আরব	ইরাক ও ইরান	পারস্য উপসাগরে অবস্থিত একটি ব-দ্বীপ। ইরাক ও ইরানের মধ্যে এ দ্বীপ নিয়ে যুদ্ধ চলে (১৯৮০-৮৮)।
নিউমুর	বাংলাদেশ ও ভারত	এ দ্বীপটি বঙ্গোপসাগরের হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় অবস্থিত।
নাগার্নো কারাবাখ	আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া	খ্রিস্টান অধ্যুষিত একটি দুর্গম এলাকা, যা আজারবাইজানের একটি ভূখণ্ড।

মহাদেশ ও অঞ্চলভিত্তিক ভৌগোলিক অবস্থান

বিশ্বের উল্লেখযোগ্য অঞ্চল	
সেভেন সিস্টারস	ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ৭টি রাজ্যকে সেভেন সিস্টারস বলা হয়। রাজ্যগুলো হলো – **আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, অরুণাচল, নাগাল্যান্ড।**
সুপার সেভেন (Super Seven)	মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড + ফোর টাইগার (দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকং)।
3 Tigers	জাপান, জার্মানি, ইতালি।
Asian Tigers বা 4 Tigers	দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকং।
Gulf Tiger/Arab Gulf Tiger	দুবাই (সংযুক্ত আরব আমিরাত)।
গোল্ডেন ট্রায়েঙ্গল	মিয়ানমার, লাওস ও থাইল্যান্ড সীমান্তে অবস্থিত আফিম উৎপাদনকারী অঞ্চল।
গোল্ডেন ক্রিসেন্ট	আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইরান সীমান্তে অবস্থিত আফিম উপাদনকারী অঞ্চল।
গোল্ডেন ওয়েজ	বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল সীমান্ত যা মাদক পাচার ও চোরাচালানের জন্য বিখ্যাত।

মহাদেশ ও অঞ্চলভিত্তিক ভৌগোলিক অবস্থান

বিশ্বের উল্লেখযোগ্য অঞ্চল	
বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ	বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী ৩টি দেশকে বাল্টিক রাষ্ট্র বলা হয়। এগুলো হলো: লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, এস্তোনিয়া।
হর্ন অব আফ্রিকার দেশসমূহ	সোমালিয়া, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, জিবুতি।
স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহ	আইসল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড।
গোল্ডেন ভিলেজ	বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার ২৬টি গ্রামকে গাঁজা উৎপাদনের জন্য গোল্ডেন ভিলেজ বলা হয়।
ইন্দোচীন	লাওস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামকে ইন্দোচীন বলা হতো।
বলকান রাষ্ট্রসমূহ	তুর্কি শব্দ 'বলকান' –এর অর্থ পার্বত্যাঞ্চল। ভৌগোলিক পরিভাষায় বলকান হলো উপদ্বীপ। এ অঞ্চলের দেশগুলো হলো: বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, আলবেনিয়া, গ্রিস, সার্বিয়া, হাঙ্গেরি, মেসিডোনিয়া, স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, মন্টিনিগ্রো, কসোভো।

POLL QUESTION-04

✪ কালাপানি কোন দুটি দেশের মধ্যেকার বিরোধপূর্ণ অঞ্চল?

(a) ভারত - চীন

(b) ভারত - পাকিস্তান

(c) ভারত - বাংলাদেশ

(d) ভারত - নেপাল

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব

ভূরাজনীতি

ভারতের সাথে বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক সম্পর্ক

সীমানা: ভারতের ৫টি রাজ্যের (আসাম, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও পশ্চিমবঙ্গ) সাথে বাংলাদেশের ৩০টি জেলার সীমান্ত আছে। যার মধ্যে ১০টি জেলা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সাথে। এই সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৩,৭১৫ কিলোমিটার (বিজিবির হিসাব অনুযায়ী এই দৈর্ঘ্য ৪১৫৬ কিলোমিটার এবং ভারতের হাইকমিশন এর হিসাব মতে ৪০৯৬ কিলোমিটার)। সুন্দরবনে বাংলাদেশ ও ভারতের সীমানা নির্ধারণকারী নদীর নাম হাড়িয়াভাঙ্গা নদী। বাংলাদেশের পূর্বদিকে অবস্থিত ভারতের সাতটি রাজ্য Seven Sisters নামে পরিচিত। এই রাজ্যগুলোর সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে ৪টি (আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরা) ও সীমান্ত নেই ৩টি রাজ্যের (অরুণাচল, নাগাল্যান্ড, মনিপুর)।

স্থলসীমান্ত চুক্তি: ১৬ মে, ১৯৭৪ বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধী 'সীমান্ত চুক্তি' করেন যা কার্যকর হয় ৩১ জুলাই, ২০১৫ সালের মধ্যরাত থেকে। এই চুক্তির পর সীমান্ত সংলগ্ন সমস্ত ছিটমহলের বিবাদ মীমাংসা হয়।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব

ফারাক্কা বাঁধ: ভারত ফারাক্কা বাঁধ গঙ্গা নদীর উপর নির্মাণ করেছে। এটি মনোহরপুরে (ভারত) অবস্থিত যা বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে **১৬.৫ কি.মি.** দূরে অবস্থিত। এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৬১ সালে এবং শেষ হয় ১৯৭৪ সালে। এটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে ১৯৭৫ সালে। **মাওলানা ভাসানী ফারাক্কা বাঁধের বিরুদ্ধে লংমার্চ করেন ১৯৭৬ সালে। ফারাক্কা লং মার্চ দিবস ১৬ মে।**

টিপাইমুখ বাঁধ: ভারত টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ করছে **বরাক নদীর** উপর। **তুইভাই ও তুইরয়ং** নদীদ্বয়ের মিলিত স্রোতধারায় সৃষ্টি হয়েছে বরাক নদী। টিপাইমুখ বাঁধ **মণিপুর রাজ্যে** অবস্থিত। টিপাইমুখ বাঁধের অবস্থান সমুদ্র সমতল হতে প্রায় ৫৯০ ফুট বা ১৮০ মিটার উঁচুতে। এর দৈর্ঘ্য ৩৯০ মিটার।

পানি বণ্টন চুক্তি: গঙ্গার পানি বণ্টন নিয়ে ভারতের সাথে অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৭৫ সালে। **১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৬** তারিখে ভারতের নয়াদিল্লীর হায়দ্রাবাদ হাউজে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানি **চুক্তি কার্যকর হয় ৪ নভেম্বর, ১৯৯৭ সালে**।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব

বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমারের ভূরাজনৈতিক সম্পর্ক

সীমানা: মিয়ানমারের ২টি প্রদেশের (রাখাইন ও চিন) সাথে বাংলাদেশের **৩টি জেলার** (রাঙামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার) সীমানা রয়েছে। এই সীমারেখার দৈর্ঘ্য **২৮০ কিলোমিটার** (বিজিবির মতে, এই সীমারেখা ২৭১ কিলোমিটার)। ভারত (ত্রিপুরা ও মিজোরাম) ও মিয়ানমার (চিন) উভয় দেশের সাথে বাংলাদেশের রাঙামাটি জেলার সীমানা রয়েছে। **মিয়ানমারের সাথে সীমানা নির্ধারণকারী নদী নাফ নদী**। নাফ নদীর মাধ্যমে মিয়ানমারের মংডু ও বাংলাদেশের টেকনাফ শহর আলাদা হয়েছে। **মংডু মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের একমাত্র স্থলবন্দর**। ঢাকা ও বরিশাল বিভাগের জেলাগুলোর সাথে কোনো দেশের সীমান্ত সংযোগ নেই।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব

ভৌগোলিক অবস্থানের বিবেচনায় বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিকগতভাবে স্বতন্ত্র ও সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে, যা অর্থনৈতিক উন্নতির গতিকে বাড়িয়ে দিতে পারে। যেমন-

➢ **অবস্থানগত গুরুত্বঃ**

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সংযোগকারী হিসেবে অবস্থিত। তাই এদেশের দক্ষিণের দেশগুলো দূরত্ব, সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিশেষ স্থান দিয়েছে।

➢ **অবস্থানের সামরিক গুরুত্বঃ**

বাংলাদেশ সব দিক দিয়ে ভারত দ্বারা বেষ্টিত। এটি একরকম দুর্বলতা হলেও এর সামরিক গুরুত্ব অপরিসীম। **বাংলাদেশের উপর দিয়ে ৯০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা অতিক্রম করেছে**। আবার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে ৯০ ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা অতিক্রম করেছে। বাংলাদেশ আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করলে আশপাশের প্রায় ৪৮২৭ কিলোমিটার পর্যন্ত ধ্বংসলীলা চালানো সম্ভব হবে। এই কারণে যুক্তরাষ্ট্র, চীনসহ অনেক সামরিক শক্তিধর দেশ বাংলাদেশের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে।

➢ **পানিসীমার অর্থনৈতিক গুরুত্বঃ**

FOW এর মতে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার মহীসোপানকে "স্বর্ণখনি" বলা হয়েছে। কারণ এখানে প্রচুর পরিমাণ মৎস্য সম্পদের সম্ভাবনা রয়েছে। এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বঙ্গোপসাগরে প্রায় **৪৭৬ প্রজাতির** মৎস্যসম্পদ রয়েছে যা আহরণ করলে প্রতিবছর বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের সমান অর্থ উপার্জন করা সম্ভব।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব

➢ পানিসীমার সামরিক গুরুত্বঃ

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা একটি ত্রিভুজ আকৃতি সৃষ্টি করেছে। দক্ষিণ ভারত মহাসাগরে একমাত্র দিয়াগো গার্সিয়া ছাড়া এর আশেপাশে আর কোন সামরিক ঘাঁটি নেই। বাংলাদেশের পানিসীমার এই ত্রিভুজ এলাকার উপর যে বৃহৎ শক্তি নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে সে পাশের রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় পানি সীমার উপরেও নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে। এ জন্যই সেন্ট মার্টিন দ্বীপটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক প্রপঞ্চক যার উপর যুক্তরাষ্ট্রসহ বহু দেশের লোলুপ দৃষ্টি রয়েছে।

➢ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থানঃ

আঞ্চলিক সমঝোতা, বাণিজ্য ও নিরাপত্তা প্রশ্নে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। এই বাস্তবতা থেকেই বাংলাদেশের নেতৃত্বে দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশ নিয়ে SAARC নামে একটি আঞ্চলিক রাষ্ট্রজোট গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এটি একটি বড় বিজয়।

➢ খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের অবস্থাঃ

নদীবাহিত পলল দ্বারা বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা সৃষ্টি হলেও এ দেশের একটা বৃহৎ এলাকা জুড়ে রয়েছে প্রাচীন ভূ-ভাগ। সে সকল এলাকাগুলোতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, ইউরেনিয়াম, মৃত্তিকা, পানিসম্পদসহ বহু প্রাকৃতিক সম্পদ। এসব সম্পদের উপর রয়েছে বৃহৎ শক্তিবর্গের দৃষ্টি।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব

➢ উপ আঞ্চলিক গুরুত্বঃ

এ অঞ্চলকে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক এলাকা হিসেবেও ধরা যেতে পারে। অর্থাৎ, এ অঞ্চলের প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষাপূর্বক 'উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোট' গঠন করা যেতে পারে।

➢ ভারত মহাসাগরের প্রবেশদ্বারঃ

সামরিক কৌশলের ক্ষেত্রে এ অঞ্চল ভারত মহাসাগরের প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশ শক্তিশালী অর্থনৈতিক জোট ASEAN, SAARC- এর মত উদীয়মান আঞ্চলিক জোট, বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত দেশ ও Rising Country চীন-এর মত দেশ এবং দক্ষিণে বিশাল জলরাশি Bay of Bengal এর মত অবস্থানিক প্রপঞ্চকের মধ্যে অবস্থিত যা তাকে বিদেশনীতি গ্রহণ থেকে শুরু করে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ দিয়েছে।

POLL QUESTION-05

✪ **ফারাক্কা লং মার্চ দিবস?**

(a) ১২ ডিসেম্বর

(b) ১৬ মার্চ

(c) ১২ মার্চ

(d) ১৬ মে

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা কত নটিক্যাল মাইল? [৪৫তম বিসিএস]

(ক) ১৫০ নটিক্যাল মাইল (খ) ২০০ নটিক্যাল মাইল
(গ) ২৫০ নটিক্যাল মাইল (ঘ) ৩০০ নটিক্যাল মাইল

➢ নাথু লা পাস কোন দুটি দেশকে সংযুক্ত করেছে? [৪৩তম বিসিএস]

(ক) ভারত-নেপাল (খ) ভারত-পাকিস্তান (গ) ভারত-চীন (ঘ) ভারত-ভুটান

➢ নিম্নের কোন দেশটির সাথে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে? [৪৩তম বিসিএস]

(ক) চীন (খ) পাকিস্তান (গ) থাইল্যান্ড (ঘ) মায়ানমার

➢ বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে আকস্মিক বন্যা হয়? [৪৩তম বিসিএস]

(ক) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল (খ) পশ্চিমাঞ্চল (গ) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল (ঘ) উত্তর-পূর্বাঞ্চল

➢ বাংলাদেশের কোন দ্বীপটি প্রবাল দ্বীপ নামে খ্যাত? [৪৩তম বিসিএস]

(ক) নিঝুমদ্বীপ (খ) সেন্ট মার্টিনস (গ) হাতিয়া (ঘ) কুতুবদিয়া

➢ বাংলাদেশের কোথায় প্লায়িস্টোসিন কালের সোপান দেখা যায়? [৪৩তম বিসিএস]

(ক) বান্দরবান (খ) কুষ্টিয়া (গ) কুমিল্লা (ঘ) বরিশাল

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে কোনটি অবস্থিত? [৪১তম বিসিএস]

(ক) দক্ষিণ তালপট্টি (খ) সেন্টমার্টিন (গ) নিঝুমদ্বীপ (ঘ) ভোলা

➢ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য কয়টি? [৪১তম বিসিএস]

(ক) ৩টি (খ) ৪টি (গ) ৫টি (ঘ) ৬টি

➢ মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের ক'টি জেলার সীমান্ত রয়েছে? [৩৮তম বিসিএস]

(ক) ২ টি (খ) ৩ টি (গ) ৪ টি (ঘ) ৫ টি

➢ বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের মধ্যে সমুদ্রসীমা বিরোধ কোন সংস্থার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়? [৩৮তম বিসিএস]

(ক) Permanent Court of Justice

(খ) International Tribunal for the Law of the Sea

(গ) International Court of Justice

(ঘ) Permanent Court of Arbitration

➢ বেনাপোল স্থলবন্দর সংলগ্ন ভারতীয় স্থলবন্দর– [৩৭তম বিসিএস]

(ক) পেট্রোপোল (খ) কৃষ্ণনগড় (গ) ডাউকি (ঘ) মোহাদিপুর

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমানা কত? [৩৬তম বিসিএস]

(ক) ৫১৩৮ কি.মি. (খ) ৪৩৭১ কি.মি. (গ) ৪১৫৬ কি.মি. (ঘ) ৩৯৭৮ কি.মি.

➢ ভারতের কতটি 'ছিটমহল' বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে? [৩৬তম বিসিএস]

(ক) ১৬২টি (খ) ১১১টি (গ) ৫১টি (ঘ) ১০১টি

➢ 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' কোথায় অবস্থিত? [৩৫তম বিসিএস]

(ক) যমুনা নদীতে (খ) মেঘনার মোহনায় (গ) বঙ্গোপসাগরে (ঘ) সন্দ্বীপ চ্যানেল

➢ তামাবিল সীমান্তের সাথে ভারতের কোন শহরটি অবস্থিত? [৩২তম বিসিএস]

(ক) করিমগঞ্জ (খ) খোয়াই (গ) পেট্রাপোল (ঘ) ডাউকি

➢ বাংলাদেশের কোন জেলাটি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের মধ্যে নয়? [৩২তম বিসিএস]

(ক) পঞ্চগড় (খ) সাতক্ষীরা (গ) হবিগঞ্জ (ঘ) কক্সবাজার

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়